• বিশেষ ক্রোড়পত্র • অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) • সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৩ ফাল্গুন ১৪৩২
০৮ মার্চ ২০২৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল নারী ও কন্যাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। আমাদের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে নারীর শ্রম, মেধা ও সাহসিকতায়। তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ-লক্ষ নারী রপ্তানি আয়ের প্রধান শক্তি। দেশের জিডিপির প্রায় ১৬ শতাংশ গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, উদ্যোক্তা, কলকারখানা, কৃষি ও নির্মাণসহ প্রস্তুত কাজে নারীর অবদান অসামান্য। আজ নারীরা নীতিনির্ধারক, সফল উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, প্রশাসক, শান্তিরক্ষী, ক্রীড়ায় বিজয়ী বীর। আবার মহান মুক্তিযুদ্ধ, সকল গণতান্ত্রিক ও গণআন্দোলন, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারিতে ছিলেন নারীরা।

কিন্তু আমাদের আত্মসন্তুষ্টির সুযোগ নেই। নারীর প্রতি সহিংসতা, জঘন্য অপরাধ, নানাবিধ বৈষম্য, দুর্বল আইনি সুরক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক কুসংস্কার, সাইবার বুলিং ও নারী বিরোধী মানসিকতার মতো নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে, নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্পূর্ণ। নারীর অধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় অর্জন সহজে সম্ভব। সরকার শিগগিরই নারীদের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' ও বিদ্যুৎ চালিত বিশেষায়িত বাস চালু করতে যাচ্ছে। নারীবান্ধব বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি নারী নির্যাতন, যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচার রোধে কঠোর কার্যকর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি আশা করি, এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায় বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার' সরকারের ঘোষিত সামাজিক চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সরকারকে এক্ষুনি নারীবান্ধব পদক্ষেপ নিতে উজ্জীবিত করবে। নারীর অগ্রযাত্রা মানে দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রা। এক্ষেত্রে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব, গণমাধ্যম এবং তরুণ প্রজন্মকে সমতার মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আর এই অভিযাত্রায় নারী-পুরুষ উভয়কে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২
৮ মার্চ, ২০২৬

বাণী

আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো- 'Rights. Justice. Action. For All Women and Girls.' সে আলোকে আমাদের প্রতিপাদ্য-

'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার
সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার'

নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল অংশ, যা আগামী প্রজন্মের জন্য স্থায়ী ন্যায়বিচারের ভিত্তি স্থাপন করবে। নারী ও কন্যার আইনগত অধিকার রক্ষায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি নারীকে দেশের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংবিধানিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচিতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তাঁর শাসনামলে নারীদের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া দেশের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে রক্ষণশীল সমাজে নারীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁর শাসনামলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নারীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয় এবং কর্মসংস্থান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, যা নারীদের আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাশীল করে গড়ে তোলে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিকল্পনাতেও নারীর ক্ষমতায়ন অগ্রাধিকার পেয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাঁদের নির্বাচনি ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে। ইশতেহারে দরিদ্র পরিবারের নারী প্রধানের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করে আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদান, নারী শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, নারী উদ্যোক্তাদের বিনাসুদে ঋণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা এবং আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নারীদের জীবনমান উন্নয়নে ইশতেহারে বর্ণিত বিষয়সমূহ সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কার্যকর নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নারীর ক্ষমতায়ন কেবল নারী সমাজের উন্নয়নের বিষয় নয়, এটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংস্থা একযোগে কাজ করবে এবং বাংলাদেশের নারীসমাজ বিশ্ব দরবারে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে। আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন

গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য বিরোধী, আপসহীন এক অনন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব: বেগম খালেদা জিয়া

দিলারা চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

৩১ডিসেম্বর ২০২৫ সালের বাদ জোহর লাখ লাখ জনতা দেশের সর্বত্র থেকে উপস্থিত হয়ে শোকাহত হৃদয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়াকে- (যিনি ৩০ ডিসেম্বর দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মৃত্যুবরণ করেন) বিদায় দিতে উপস্থিত হয়। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো জানাযা বলে অভিহিত। উনার প্রয়াত স্বামী শহীদ জিয়াউর রহমানের জানাযায় দুই মিলিয়ন শোকাহত জনতার উপস্থিতি-কে সেই সময়ের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জানাযা বলে পরিগণিত করেছিল। খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, সংগ্রাম, রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে যে, তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন, শোকপালন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ও সার্কভুক্ত দেশ থেকে আসা শোকবার্তা এবং শোকাতুর জনতার উপস্থিতি এই নেত্রীর জীবন ও মৃত্যুকে উচ্চতর মহিমায় মহিমান্বিত করে। মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, তিন তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নির্বাচনে প্রতিটি সংসদীয় এলাকা হতে বিজয়ী বেগম খালেদা জিয়ার এই দুর্লভ সম্মান, এই জনপ্রিয়তা, জনতার এই ভালোবাসার জন্য বেগম জিয়াকে দিতে হয়েছে অনেক মূল্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অঙ্গনে। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় থাকবেন বহুবিদ কারণে। এই নেতৃত্বের যেসব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অবিস্মরণীয় নেতা হয়ে উঠেন তা হলো মূলত স্বামী শহীদ জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য বিরোধীতার রাজনৈতিক ধারাকে তাঁর আপসহীনতা, প্রজ্ঞা, সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। গৃহবধূ থেকে এক পোড়খাওয়া রাজনীতিক হিসেবে অবতীর্ণ হওয়াটাও এসব গুণাবলির জন্য সম্ভব হয়েছিল। যদিও এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা।

পার্টির নেতৃত্ব

তিন বারের প্রধানমন্ত্রী যে কোনো জাতীয় নির্বাচনে অপরাজিত খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে তৃণমূলেই নিয়ে যাননি পার্টি চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর নেতৃত্বে দলকে দুই দুইবার ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে জিয়াউর রহমান বিভিন্ন আদর্শগত দলের সমন্বয়ে দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে তাই খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে দলের সাথে যে বিভ্রান্তি ছিল তা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর নেতৃত্বের বড়ো পরীক্ষা ছিলো ১/১১ এর সরকারের সময়ে। তখনকার সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা তার প্রজ্ঞার কারণে সম্ভব হয়নি। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহিষ্কার করেননি তবে তাদের প্রভাব দলের ভিতর প্রশমিত করে দলকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন। এটি তাঁর জন্য ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা যা যে কোনো পরিস্থিতিতে নীতির সত্যতা নির্ধারণ করেছিলো। খালেদা জিয়া তাঁর ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, সততা দিয়ে সেই কঠিন পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যান। দলের ভিতরে ঐক্য স্থাপন এর অভিজ্ঞতা তাঁকে পরবর্তীতে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করে।

আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া

খালেদা জিয়ার অন্যতম একটি পরিচিতি আপসহীন নেত্রী হিসেবে। এ পরিচিতি আসে কতগুলো বাস্তবধর্মী ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে ১৯৮৬ সালে এরশাদের দেওয়া জাতীয় নির্বাচন বর্জন ছিলো তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়। নীতির প্রশ্নে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে আপস করার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অনড়। এরশাদের সঙ্গে সমঝোতায় ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও প্রলোভন তিনি নির্দ্বিধায় ছুড়ে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে নীতির প্রশ্নে আপসহীন ছিলেন ২০১৪ সালে। কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া নির্বাচনে তাঁর অংশগ্রহণের আপত্তিকে নিরপেক্ষ করার জন্য ক্ষমতার অংশদারিত্ব দেওয়ার প্রস্তাবকে তিনি জনগণের সঙ্গে প্রতারণার শামিল বলে সে প্রস্তাব অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেন এবং আওয়ামী লীগের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করার প্রবৃত্তিকে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ পতনের কারণ বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেন; যা আজ পর্যন্ত অনুরণিত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন 'আওয়ামী লীগের যে পচন হবে ভবিষ্যৎ এর দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠবে'। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী চরম সত্যরূপে প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল জুলাই ২৪ এর বিপ্লবে ছাত্র-জনতার বজ্রকণ্ঠের আওয়াজে। তবে খালেদা জিয়ার এই অনমনীয় নীতির জন্য তাকে মূল্যও দিতে হয়েছিল অনেক। ২০১৮ সালে একটি মিথ্যা মামলায় হাসিনার পদলেহী কোর্টের রায়ের মাধ্যমে তাকে ৭ বৎসরের সাজা দেওয়া হয়। ইউএন কনভেনশন অন পলিটিক্যাল প্রিজনার ভঙ্গ করে প্রতিপক্ষ তাকে বিশাল একটি পরিত্যক্ত কারাগারে নির্জন কারাবাসে বন্দি করে। কারাগারে থাকা অবস্থাতে অবহেলা ও সুচিকিৎসার অভাবে দ্রুত বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি প্রতিপক্ষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেননি। ২০২৪ সালে ছাত্রজনতার বিপ্লবের পর তিনি মুক্তি পান। তার এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি জাতীয় ঐক্যের প্রতিভূ হয়ে উঠেন।

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য বিরোধী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য বিরোধী ভূমিকায় তাঁর রাজনীতি ছিল ঈর্ষণীয়। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন ২০০৯ সালে সংগঠিত পিলখানার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের। ৫৭ জন চৌকষ সেনা অফিসারকে হত্যা ছিলো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত। এই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র যে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত সেকথা সেদিন কোনো রাজনীতিবিদ বা সুশীল সমাজের কোনো সদস্যরা বুঝতে পেরেছিল? বেগম জিয়া দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন। আঙ্গুল তুলেছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। আজ প্রায় দুই দশক পর ছাত্রজনতার বিপ্রবের পর জেনারেল ফজলুর রহমান সাহেবের রিপোর্টে সে কথাটি হয়তো পরিষ্কার হতে পারে। শাপলা চত্বরের নির্দোষ এতিম হত্যার কথাও তিনি ভোলেননি। তেমনি ভোলেননি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী নীতি। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের দারস্ত হতে দ্বিধাবোধ করেননি। বারবার বলেছেন বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে কোনো প্রভু নেই। স্বজন হারানোর পর বলেছেন এই দেশের জনগণই তার স্বজন। বলেছেন এ মাটি ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? তার প্রমাণও দিয়েছেন। ১/১১ এর সরকার বহু চেষ্টা করেও তাকে বিদেশে পাঠাতে পারেনি। যদিও প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনা চিকিৎসা নেওয়ার অজুহাতে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রথম সুযোগেই।

রাষ্ট্র পরিচালনা, সংবিধান ও সহনশীলতা

স্বামী শহীদ জিয়াউর রহমান শাহাদত বরণের পর নিতান্ত বাধ্য হয়েই তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন ও কতৃত্ববাদী এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা পালনের দ্বারা দলের ভিতর তাঁর অবস্থানকে সুসংহত করেন। ১৯৯১ সালের গণঅভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ে তাঁরই অবদান ছিল বলে মনে করা হয়। খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। এরপর আরও দুইবার প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন। প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে OIC তে বক্তৃতা দেন। তার প্রথমবারের শাসনামলে বিরোধী দল কেয়ারটেকার সরকার এর দাবিতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে খালেদা জিয়ার সরকারকে তার দল একদিনের জন্য শান্তিতে থাকতে দিবেনা। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, লাগাতার হরতাল ও সহিংসতার মধ্যেও তিনি সহনশীল ছিলেন। কোনো নিপীড়নের পক্ষে ছিলেন না। আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যার সমাধান করার পক্ষে ছিলো তার অবস্থান। সংবিধানের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সেজন্য সংসদে দুই তৃতীয়াংশ আসনের অভাবে (যেহেতু বিরোধী দল সমষ্টীগতভাবে পদত্যাগ করেছিলেন) ১৯৯৬ সালের নির্বাচন (সব রাজনৈতিক দল বর্জন করেছিল ও বিতর্কিত করেছিল) যার মাধ্যমে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা কেয়ারটেকার সরকারের সংযোজন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে শেখ হাসিনা বিভিন্ন সংশোধনীর দ্বারা ১৯৭২ এর সংবিধানকে একটি ফ্যাসিস্ট তৈরির দলিলে রূপান্তরিত করেন। খালেদা জিয়া ঘোষণা দেন যে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে ৭২ এর সংবিধান কে ছুড়ে ফেলে দেবেন। তাঁর শাসনকালে তিনি জনহিতকর বহুবিধ সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯১ সালে ক্ষতমায় আসার পর তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে রূপান্তর নিশ্চিত করেন। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মেয়েদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট (Vat) বা মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করেন এবং অর্থনীতির উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করেন। যমুনা বহুমুখী সেতুর কাজ শুরু ও বাস্তবায়ন বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতীক ছিল। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও তিনি পরিপক্ক নীতি গ্রহণ করেন। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্প্রসারণের ফলে প্রবাসী আয়ের পথ সুগম হয়। এছাড়া তাঁর সরকারই প্রথম বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী সাউথইস্ট দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ৯০ দশকের মিয়ানমার হতে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে ফিরানোর উদ্যোগও ছিলো প্রশংসনীয়। খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা বিশেষ করে তরুণদেরকে প্রভাবিত করেছে তাঁর দৃঢ় ও আপসহীন আধিপত্য বিরোধী অবস্থানের জন্য। তাছাড়া তাঁর ভিন্নমতের দলের সঙ্গে বোঝাপড়া যা গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম ও অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি, দেশ পরিচালনায় বিশেষ অবদান রাখে। বেগম খালেদা জিয়া আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম, সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য বিরোধী অবস্থান ও গণতন্ত্রের লড়াই, শত নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যে অবিচল থাকা তাঁকে দেশের ইতিহাসে এক অনন্য মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি আজ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তাই জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তীতে অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন; ধ্বংস নয়, প্রতিশোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা, শান্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলাই হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথযাত্রা। বাংলাদেশ আশা করি সেই পথেই চলবে। খালেদা জিয়া অমর হউক। ❑

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ ফাল্গুন ১৪৩২
০৮ মার্চ ২০২৬

বাণী

০৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন নারীর অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার, সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার", অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীদের রাষ্ট্র সরকার ও রাজনীতির মূলধারার বাইরে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করে, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে ঘরে বাইরে সামগ্রিক উন্নয়নের সুফল সম্ভব নয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। নারীদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। শহীদ জিয়ার শাসনামলে ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে 'নারী বিষয়ক দফতর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৮ সালে গঠন করা হয় 'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়' যা পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯৪ সালে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' এ রূপান্তরিত হয়েছিল।

নারীর আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়নে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেছিলেন। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে এটি ছিল একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করেছে। সরকার শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও রাজনীতিসহ সকল স্তরে নারীর সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমাদের লক্ষ্য হলো নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা চালু করা, উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, মেয়েদের জন্য ফ্রি স্কুল ইউনিফর্ম, ডিজিটাল লার্নিং সুবিধা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা। সরকার নারীর নিরাপত্তা বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সাইবার বুলিং এবং অনলাইনে নারীর বিরুদ্ধে হয়রানি বন্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে নারী-পুরুষ সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। সম্মান ও মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিয়ে পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজে কাজ করবে। আমাদের বিদ্যমান সমাজে সমতা হোক অঙ্গীকার, মর্যাদা হোক বাস্তবতা, আর ক্ষমতায়ন হোক উন্নয়নের ভিত্তি। আমি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

তারেক রহমান

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২
৮ মার্চ, ২০২৬

বাণী

আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একইসঙ্গে নারীদের অবদান, সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রতি রইল সম্মান ও কৃতজ্ঞতা। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য-

'Rights. Justice. Action.
For All Women and Girls.'

সে আলোকে আমাদের প্রতিপাদ্য-

'আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার
সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার'

এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রতিপাদ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বর্তমানের সচেতন উদ্যোগই ভবিষ্যতের ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে, শিক্ষা-বিস্তার, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে নারীরাই সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারেন। নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের নারীরাও আজ ঘরে-বাইরে তাঁদের মেধা, শ্রম ও নেতৃত্বের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখছেন। দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নে নারীদের সম্ভাবনা ও দক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি দেশ ও জাতির উন্নয়নের অন্যতম ভীত। নারীর ক্ষমতায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর শাসনামলে ১৯৭৮ সালে 'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠিত হয়, যা ১৯৯৪ সালে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এ রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের নারীদের জীবনমান উন্নয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাঁর সময়ে নারীর অধিকার, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারী উন্নয়নের ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিকল্পনাতেও নারীর ক্ষমতায়ন অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিশেষ করে, পরিবারের নারী প্রধানের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করার সিদ্ধান্ত নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নারীর সার্বিক উন্নয়নই নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণে নিরলসভাবে কাজ করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনে বাংলাদেশের নারীসমাজ বিশ্ব দরবারে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে। আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি। আমি বিশ্বাস করি, নারীরা তাঁদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে, সামাজিক এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে, দেশের প্রতিটি সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। 'আমি পারি'- এই মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাক প্রতিটি নারী, সকল বাধা জয়ী হোক নারীর ইচ্ছাশক্তির কাছে।

ফারজানা শারমীন